# IUF Asia/Pacific

## গ্লোবাল ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাসেম্বলি "অনিরাপত্তা পেরিয়েঃ কাজ, মজুরি এবং সম্পদ বিতরণের একটি নতুন পদ্ধতি" ২৭ আগস্ট, ২০২০

যৌথ অধিকার পুণনিশ্চিত করা এবং কভিড-১৯ কালে সম্মিলিত সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা

[নতুবা সংহতি নয়া উদারবাদকে বিনাশ করে]

গ্লোবাল ইউনিয়ন আন্দোলনের কেউই পুরানো স্বাভাবিকতায় ফিরে যেতে চায় না। বিতর্কটি পরিবর্তন করতে কী লাগবে? কীভাবে আমরা সংগঠিত করছি বা আমরা যে দাবিগুলি করছি এটি কি তাই? আমাদের কি কাজ, অর্থনীতি বা গণতন্ত্র নিয়ে পুনরায় ভাবা দরকার? নাকি সম্ভবত তিনটি নিয়েই পুনরায় ভাবা দরকার?

ড. হিদায়াত গ্রিনফিল্ড
আইইউএফ এশিয়া / প্যাসিফিক, রিজিওনাল সেক্রেটারি
২৭ আগষ্ট, ২০২০

পুরানো স্বাভাবিকের অস্তিত্ব নেই যদিও আমরা এটিতে ফিরে যেতে চাই। কভিড-১৯ সংকট, মন্দা এবং হতাশার পরে, আমরা হয়ত  একটি  আরো ন্যয়ভিত্তিক, স্বচ্ছ এবং সুন্দর বিশ্ব গড়ে তুলতে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন এবং আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রাধিকারকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে হবে; নতুবা আমরা ব্যাপক বেকারত্ব, ব্যাপক দারিদ্র্য, একনায়কতন্ত্র, এবং অনিবার্যভাবে যুদ্ধ সহ  আরও ভঙ্গুর, ফাটল ধরা, বিভক্ত সমাজের মধ্যে নিমজ্জিত হবো।

রাষ্ট্র পরিবর্তনের জন্য এটি বুঝতে হবে যে কভিড-১৯ সঙ্কটের দ্বারা প্রকাশিত দুর্বলতা এবং ভঙ্গুরতা খারাপ নীতি বা খারাপ সরকারের ফল নয়, কিন্তু পিতৃতন্ত্র, বর্ণবাদ এবং নয়া উদারবাদের ফলস্বরূপ। ৪০ বছরেরও বেশি নয়া উদারবাদ সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান সুরক্ষা, খাদ্য এবং সার্বজনীন জনস্বাস্থ্য সেবায় প্রবেশাধিকার পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংস করেছে যেগুলোর এখন খুব বেশি প্রয়োজন। এমনকি আমাদের সংহতিতে কাজ করার ক্ষমতা -জনস্বার্থে সম্মিলিতভাবে কাজ করা- মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। করোনভাইরাস না বরং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের নয়া উদারবাদ জোটই এখন আমাদের হত্যা করছে।

আরও উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য আমাদের পিতৃতন্ত্র এবং বর্ণবাদকে কাটিয়ে উঠতে হবে এবং পুঁজিবাদকে মূলত চ্যালেঞ্জ করতে হবে -  এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা মুনাফার জন্য সবকিছুকে কেনা-বেচার পণ্যে পরিণত করে। পরিবর্তন অবশ্যই রূপান্তরকারী হতে হবে। এটির জন্য সমাজ এবং প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন, তবে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও রূপান্তর করা প্রয়োজন যাতে আমাদের রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং ক্ষমতা উভয়েরই পরিবর্তন আনতে পারি।

এই মুহূর্তে আমাদের সেই শক্তি নেই। আমাদের ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে, আরও সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে, এবং লড়াইয়ের মাধ্যমে এই শক্তি গড়ে তুলতে হবে। এবং এটি করার জন্য আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের মৌলিক অধিকারগুলি -সংগঠনের অধিকার, যৌথ দর কষাকষির অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার পুনরায় দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করা দরকার । শ্রমিকদের সম্মিলিত অধিকার রক্ষায় এবং আমাদের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক জায়গা তৈরি করতে আমরা

সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার, যৌথ দর কষাকষির অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষার অধিকার এবং চাকরি অবসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইএলও কনভেনশনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ও ব্যবহার করতে পারি। (কর্মসংস্থানের অবসান সম্পর্কিত কনভেনশন (নং ১৫৮) ৪০ বছর ধরে নিয়োগকর্তা এবং সরকার কর্তৃক আগ্রাসীভাবে প্রতিরোধ করে আসছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো তা একেবারে ভুলে গিয়েছে। তবুও এই সংকটে জরুরি ভিত্তিতে অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক সুরক্ষা জরুরি।)

আমাদের যা প্রয়োজন নয় তা হ'ল দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ (আরবিসি) বিষয়ক প্রস্তাবিত কনভেনশন এর মতো নতুন আইএলও কনভেনশন। এটি কেবলমাত্র কর্পোরেট ব্যবসায়ের স্বার্থকে নিশ্চিত করে না যার ফলস্বরূপ আমাদের এই সংকট, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বেসরকারীকরণকে বৈধতা দেয়। এটি জনসাধারণের কাছে জবাবদিহিতার প্রতি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। আমাদের যে সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর প্রয়োজন তা সমঝোতার মাধ্যমে শুরু হতে পারে না। সংগ্রামের মাধ্যমে আসা সমঝোতা এবং সংগ্রামের পরিবর্তে সমঝোতার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন ও খাদ্য ও পুষ্টির সম্মিলিত অধিকারকে লাভের জন্য ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য হিসাবে নয় সর্বজনীন মানবাধিকার হিসাবে অবশ্যই দৃঢ়তা সহকারে পুনব্যক্ত বা পুনর্নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের শুরু করতে হবে।

এই বছর আইইউএফ এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী এবং এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আইইউফ এর গঠনতন্ত্র খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহ সম্প্রদায়ের জন্য একটি মৌলিক সামাজিক পরিষেবা হিসাবে এই বলে স্বীকৃতি দেয় যে: "এটি শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্ব এবং খাদ্য ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের প্রথম দায়িত্ব, খাদ্যে বিশ্বের সম্পদগুলি বেসরকারী বা পাবলিক সংখ্যালঘুদের স্বার্থের পরিবর্তে সাধারণের স্বার্থের জন্য যাতে ব্যবহার করা করা হয় তা নিশ্চিত করা।"

প্রকৃতপক্ষে, গত ৪০ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী খাদ্য ব্যবস্থার উপর কর্পোরেট শক্তির সম্প্রসারণ সুচিন্তিতভাবে সাধারণের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত জীবনযাপন করছে। এটি আসন্ন বিশ্ব খাদ্য সংকটে আরও খারাপ হবে। তবুও আমরা আবার কিছু আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নকে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে দেখছি [বিশ্ব নেতাদের ব্যবস্থ্যা গ্রহনের আহ্বান: কভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সংকট প্রতিরোধ করা, ৯ এপ্রিল, ২০২০] যা মুক্ত বানিজ্য ব্যবস্থ্যার মাধ্যমে বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থার উপর কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি দেয় এবং এই বৈশ্বিক কর্পোরেশনগুলির সাথে একত্রে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে যতক্ষণ তারা এভাবে মানুষকে খাওয়ায় ততক্ষণ এগুলি তাদের হাতে রাখবে। সুতরাং ক্ষুধাও লাভের জন্য কেনা বেচার পণ্য।

সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কর্পোরেট মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে, সেগুলি ঠিক করতে হবে না। কর্পোরেট ও বাণিজ্য ব্যবস্থাগুলি যা কৃষি ও বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থার কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং খাদ্যের অধিকারকে ক্ষুন্ন করে তা অবশ্যই বাতিল করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং পণ্যে রূপান্তরকরন কার্যকর করে এমন কর্পোরেট মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে।

আমাদের অবশ্যই এটি করতে হবে কারণ স্বাস্থ্যসেবার অ-বাণিজ্যিকীকরণ বা পণ্যে রূপান্তরকরন না করা এবং জাতীয়করণ; পানি অ-বাণিজ্যিকীকরণ এবং জাতীয়করণ; টেকসই কৃষিতে ও খাদ্যে সরকারী বিনিয়োগ; শক্তিশালী গণতন্ত্রের প্রবর্তিত করা - এগুলো সবই এই ব্যবস্থার অধীনে অবৈধ। অ-নির্বাচিত, জবাবদিহিবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপকরা যারা আমাদের সরকারকে পরিচালিত করে তারা আমাদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে কেবল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির নিয়মগুলি ব্যবহার করবেন। উল্লেখ্য যে একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপকরা বলছেন বৈশ্বিক এই মহামারিটির প্রভাব সর্বোচ্চ পর্যায় গিয়েছে - লক্ষ লক্ষ সংক্রামিত এবং এক মিলিয়ন মারা যাওয়া সহ - আমরা সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য সেবার জন্য অর্থ খরচ বহন করতে সমর্থ না। এটি গ্রহণ করা অসম্ভব। এটি সামর্থ্য এবং সরকারী বাজেটের কোনও বিতর্ক নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্পদ এবং সংস্থানগুলির একটি ব্যাপক পুনবরাদ্দ অবশ্যই করতে হবে। সম্মিলিত উপায়ে মানবাধিকারের সর্বজনীন প্রবেশাধিকারের সুযোগ তৈরি এবং সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের জরুরি দায়-দায়িত্ব অপ্রয়োজনীয় বা অবৈধ হতে পারে না।

গত মাসে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা (ইউএনইপি), *পরবর্তী মহামারি প্রতিরোধ: জুনোটিক রোগ (জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ব্যধি যা প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে ছড়ায়) এবং কীভাবে সংক্রমণের চেইন ভেঙে ফেলা যায়* নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদনে তারা সাতটি মানব-মধ্যস্থতার কারণ চিহ্নিত করে যা SARS-CoV-2 এর মতো জুনোটিক রোগের উত্থানে "রোগের চালক" হিসাবে কাজ করে:

১. প্রানিজ আমিষের জন্য মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি;
২. ক্রমবর্ধমান অটেকসই কৃষি ;
৩. বন্যপ্রাণীর ব্যবহার  বৃদ্ধি ও এর সংখা কমে যাওয়া
৪. নগরায়ন, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন এবং উত্তোলন শিল্প দ্বারা ত্বরান্বিত প্রাকৃতিক সম্পদেরঅটেকসই ব্যবহার;
৫. ভ্রমণ ও পরিবহন বৃদ্ধি;
৬. খাদ্য সরবরাহে পরিবর্তন;
৭. জলবায়ু পরিবর্তন।

এই তালিকাটি আরো বলা হয়েছে যে, আমাদের কেন "পুরাতন স্বাভাবিক"-এ ফিরে যাওয়া কোনো বিকল্প নয় । এটি গভীরতর জলবায়ু সংকটে আরও বিপর্যয়কর পরিণতি সহ আরও একটি মহামারি তৈরি করবে।

যদি আমরা পরবর্তী মহামারিটি রোধ করতে এই "রোগের চালকদের" মোকাবেলার জন্য সমন্বিত, সম্মিলিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করি তাহলে প্রয়োজন পরবর্তী মহামারি প্রতিরোধ করার জন্য, আমরা ইতিমধ্যে এমন একটি রূপান্তরের কথা বলছি যার জন্য দরকার  নয়া উদারবাদ ব্যবস্থা এবং কর্পোরেট মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া, জনস্বার্থে রাষ্ট্রকে পুনরায় দখল করা, ডি-কমোফিকেশন এবং জাতীয়করণের ভিত্তিতে নির্মিত স্থায়িত্বের পদক্ষেপ, এবং এটি করার জন্য সংস্থানগুলির ব্যাপক পুনবরাদ্ধ।

এ থেকে বোঝা যায় যে এই পরিবর্তনটি ঘটাতে এবং এটি বজায় রাখতে একটি ন্যায়ভিত্তিক, সুন্দর আরও উপযুক্ত এবং বসবাসের জন্য পরিবেশগতভাবে টেকসই পৃথিবী গড়ে তুলতে সম্মিলিত পদক্ষেপ ও সংহতি পুনরুদ্ধার করা জরুরি - এবং কেবল এক মহামারি থেকে বেঁচে থাকা নয় জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীকে ধ্বংস করার আগ পর্যন্ত । এটি কোনও পছন্দ হিসাবে মনে হয় না, তবে লড়াই করার জন্য জরুরি আহ্বান।